কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

অরিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

তিনটি কবিতা

১

কিছু না বলতেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছ
যা কিছু আবরণ তা একে একে খুলে সাজিয়ে রাখছ নির্দ্বিধায়
আর অপেক্ষা করছ পরবর্তী নির্দেশের আগামী কয়েকটা ঘন্টা
জানি ঠিক এভাবেই একান্ত অনুগত হয়ে থাকবে আমার
কিন্তু এসবের পেছনে লুকিয়ে থাকা আসল সত্যিটা ঠিক কী
যদি পারো তা আমায় বলো, খুব গুরুতর কিংবা জটিল কোনো রহস্য নয়
কেন পৃথিবী তার অক্ষের নিরিখে সামান্য হেলে গিয়ে ঘুরপাক খায়
পরিযায়ী পাখিরা কীভাবে দিক চিনে অনায়াসে পাড়ি দেয় হাজারো মাইল
এসব কিছুই নয়– সাদামাটা জীবনের গোপন সত্যিগুলো আসলে বড় বেশি
জানোই তো তেমন ফলাও করে বলার মতন কিছু নয়
অর্ধেকের ওপর জীবন কেটে গেল, তবু ওই আদিম প্রবৃত্তি
আজও পিছু ছাড়লনা আমার– স্বীকার করে নিতে আর দ্বিধা নেই
সবকিছু ছেড়ে গিয়ে কেবল ওটাই এখন জীবনের একমাত্র সত্যি
এবং আগামী কয়েক ঘন্টা তার কিছুটা ভাগ করে নেওয়া তোমার সাথে
ভয় পেয়োনা, এমন কিছু যন্ত্রণাদায়ক নয় বরং শুরু করার আগে
তোমার এ যাবৎ যতটুকু জীবন, তার অন্তরালের আসল সত্যিটুকু বলো
যা কিছু বিশেষ আমাদের একান্ত গোপন, তা আদতে এতই সামান্য
সে সংলগ্ন আলগা বিষণ্ণতা পরস্পরকে আরেকটু কাছাকাছি নিয়ে আসুক

২

পৃথিবী যতটা নীল, পর্দায় তাকে খানিক বেশী দেখালে
সম্ভবত আরেকটু ভাল লাগে– প্রকৃতির এইসব
নীলচে অন্ধকারে ইঁদুর ও বেড়ালের ইতস্তত লুকোচুরি
কাঠের মেঝের ওপর গড়িয়ে যাওয়া শূন্য গেলাস
তার নীরবতাটুকু, দরজা ভেজিয়ে রেখে চলে গেছে কেউ
দেখা হয়নি, তবু তাকে নিয়ে খানিক ইচ্ছে হয় ভাবি
পৃথিবীর ওপর এত বেশী সন্তর্পণে হাঁটাচলা করে যারা,
তাদের পায়ের দিকে বারেবারে আমার দৃষ্টি চলে যায়
একদিন ১৯৭৪ এ, মনে আছে প্রতিবেশীর বারান্দায়
বিদ্যুৎ সংযোগে টানা ও খুব ভারী বৃষ্টিপাত

কার্নিশের সংলগ্নতায় জলবিন্দু লেগে লেগে তার
ক্রমশ নীল হয়ে যাওয়া ভালো লেগেছিল খুব
জীবনের যা কিছু জটিল রহস্য, প্রচ্ছন্ন এইরকম
তার কোথা থেকে শুরু হয়ে কখন কোথায় যে শেষ
কখনো বুঝিনি; ১৯৭৪ এ আমি তো আসলে কোথাও নেই
তবুও সেদিন, সান্ধ্যদৈনিক হাতে পথচলতি মানুষের হাসি
এ পৃথিবীর অনেক সবুজের ভেতর তখনো অল্প সবুজ
কিছু মানুষের কথাবার্তা, ভালবাসাবাসি– সেসবের ভেতর
আমিও যে কোথাও ছিলাম, ভেবে নিতে ভালো লাগে

৩

কিছুটা কম বললে মনে হয়, বুঝি আরো অনেকখানি বাকি রয়ে গেল
এও তো একরকম ভালো, অবসরে করিবার যাবতীয় হিসেবনিকেশ
আর কী কী ভালো লাগে, ভালো লেগেছিল খুব, লাগতে পারে কখনো
এসব ভাবতে গিয়ে আজকাল, দেখি ত্বকের কথা মনে পড়ছে খুব
এবং কিছুটা দাঁত, চামড়ার ওপর তার ফেলে যাওয়া ঈষৎ লালচে ছোপ
শুকিয়ে যাওয়া লালা ও সম্ভাব্য রক্তের দাগ, সেইসব ঘটবার মুহূর্ত–
পারো যদি আমায় এমন একটা মেয়ে খুঁজে দাও যার বয়েস ষোলো
আর যদি সে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে তাহলে তো সবচেয়ে ভালো–
এসব আমার কথা নয়, ইন্সটাগ্রামের ভেতর সিগারেট ঠোঁটে
পছন্দের পরিচালক বলছেন, কিন্তু ঠিক কাকে? এরকম কত প্রশ্নই
তো থাকে যার উত্তরগুলো সচরাচর আমাদের বানিয়ে নিতে হয়
যেমন এখনো নভেম্বর নয়, এবং পৃথিবীর যে অংশে আমি নেই
সেখানে পাতার রঙ পাল্টে যেতে শুরু করেছে আবার– এসব ভালোবাসি
জেনে এখনো কেউ ছবি তুলে পাঠায়, সবকিছুর তো কারণ খুঁজতে নেই
সম্পর্ক বলতে যেমন আমার প্রায়শই একটা বাথটাবের কথা মনে পড়ে,
প্রায় দুবছর ওটা আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল, অবশ্য এর উল্টোটাও তো সত্যি
যেমন সম্পর্ক পুরনো হয়ে গেলে দেখেছি, একটা খালি গেলাসের কথা
অনেকে খুব বলে, বলে তার ভেতর থেকে ঢালবার মতন আর অবশিষ্ট
তরল নেই- শুরুতে কতটা ছিল; অথবা একেবারে ফুরিয়ে গেল কখন
এসব অবশ্য খুব জটিল গণিত; বরং সেই বাথটাবটার কাছে ফেরা যাক
যেমন ওর একটা সমস্যা ছিল; ঘন্টার পর ঘন্টা কল খুলে রেখে অনেকদিন
দেখেছি কই, পায়ের গোড়ালির ওপর কিছুই তো ডুবল না আর– মাটির নিচ
থেকে টেনে তোলা জল তার উৎসের কাছে কখন ঠিক ফিরে গেল আবার
আসলে তোদের স্টপার'টা খারাপ– দেখ নতুন পেলে পাল্টাতে পারিস যদি
শিকাগোর ফ্ল্যাটে বন্ধুটি হেসে বলেছিল- ওর অবশ্য একটা স্পেয়ার আছে

যদিও আজ পর্যন্ত দরকার পড়েনি, ফোনের ওয়ালপেপারে ভাবী স্ত্রীর সাথে
ওর যুগ্ম ছবি, প্রতি রাতে নিয়মমাফিক ফোনালাপ– এসব দেখে আমিও
অবশ্য স্বীকার করে নেই; আজ পর্যন্ত ওর এসবের সত্যিই দরকার পড়েনি
কখনো ভবিষ্যতে যদি? ইটস অল অ্যাবাউট আ উওম্যান ইন ডিসট্রেস
ড্রাউনিং ইন হার ড্রিম- প্রেমের ছবির বিষয়ে পরিচালকের এইসব কথা
বলয়িত পথে ঘুরপাক খায় মাথার ভেতর– কতবার কাছাকাছি আসার
পর আমাদের গোড়ালিগুলো একে অপরের ভেতর ডুবতে পারে না আর
নিজস্ব জলের ওপর কেবলই মনে হয় ভেসে থাকে অহেতুক খনিজ তরল
মনে হয় আমি এখন এসব জানি; আমি জানি ঠিক কতটা নৈঃশব্দ্যের পর
স্বীকার করে নিতে হয় মুখের ভেতর একটা থার্মোমিটার গুঁজে রাখা ছিল
জ্বরের প্রকোপ কাটিয়ে ঠিক কখন বলতে হয়, ‘পাগল! আই লাভ ইউ...”

(ঋণ স্বীকার – [১] রিউ মুরাকামি, [২] জোনাস মেকাস, [৩] ডেভিড লিঞ্চ।)

অরিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বড় হয়ে ওঠা উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে। পেশায় যন্ত্রবিদ, আগ্রহী জীববিজ্ঞানে, বর্তমানে বিড়লা ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (BITS, Pilani)-র, হায়দ্রাবাদ ক্যাম্পাসে সহকারী অধ্যাপক। ভালবাসেন বেড়াল, পুরোনো চিঠি ও নস্টালজিয়া সংক্রান্ত যা কিছু, জীবনকে সিনেমার ফ্রেমে দেখতে এবং অবসরে তার নিজস্ব ম্যাজিক খুঁজে বেড়াতে। কবিতা বা যাবতীয় লেখালেখি আসলে হয়ত তাঁর কাছে, স্বপ্ন কিংবা যে জীবন অধরা রয়ে গেল তা লিখে রাখার একরকম চেষ্টা। প্রকাশিত কবিতার বই, “সার্কিস পারজানিয়ার ডায়েরি" (২০২১), আমাদের আশ্চর্য ভাষা (২০২৩)।